আমরা কেন ঈশ্বরের সেবা করি?

ইয়োব ১ অধ্যায় ৬-১২ পদ

গত সপ্তাহে আমরা শিখেছিলাম যে, ইয়োব পুস্তকের মূল ঘটনার প্রেক্ষাপট ১ ও ২ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ১:১-৫ পদে, এই ঘটনার পার্থিব পটভূমিকাকে বর্ণনা করা হয়েছিল। কিন্তু ১:৬ পদে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সেই পার্থিব পটভূমিকার পরিবর্তন হয়েছে, আমরা এই ঘটনার স্বর্গীয় প্রেক্ষাপটের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ে, আমরা শিখেছি, *"ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা।"* তাই, ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত বিষয়ের মধ্যে, একটি স্থান হল 'স্বর্গ', যাকে ঈশ্বরের বাসস্থান বলা হয়, যাকে ঈশ্বরের স্বর্গীয় রাজসভাও বলা যেতে পারে।

আমরা যদিও এই স্থানকে স্বর্গ নামে অভিহিত করেছি, ইয়োব ১ অধ্যায়ে কিন্তু এই স্থানের বর্ণনা দিতে গিয়ে "**স্বর্গ**" শব্দের ব্যবহার করা হয়নি। ১২ পদে, এই স্থান থেকে শয়তান যখন বাইরে যায়, তখন সেই কাজকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, *"সদাপ্রভুর সম্মুখ থেকে বাইরে গেল।"* এটি হল এমন একটি রাজ্য *(realm)* বা স্থান, যেখানে ঈশ্বর তাঁর স্বর্গীয় বাহিনীর সঙ্গে রাজসভার কাজ সম্পন্ন করেন, এবং সেখানে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যেগুলি পৃথিবীর মাটিতে মানুষদের উপরে আরোপিত হয়। কিন্তু পৃথিবীর মাটিতে ইয়োব এই সমস্ত বিষয়ের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সে তা কখনও জানত কি-না, সে বিষয় এই পুস্তকে কোনও উল্লেখ করা হয়নি। কাহিনীর বিষয়বস্তু থেকে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, তার সেই মারাত্মক দুর্দশার পেছনে স্বর্গীয় এই প্রেক্ষাপটের বিষয়ে ইয়োব অজ্ঞ ছিল। সে কেবল তার দুর্দশার সঙ্গেই পরিচিত ছিল। কিন্তু পাঠক আমরা খুবই সৌভাগ্যবান, কারণ ইয়োবের দুর্দশার পিছনে স্বর্গীয় রাজসভার সিদ্ধান্তের কথা আমাদের জানানো হয়েছে।

৬ পদে স্বর্গীয় রাজসভায় সভাসদ অর্থাৎ স্বর্গদূতদের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। তাদেরকে "**ঈশ্বরের পুত্রগণ**" নামে অভিহিত করা হয়েছে। ঈশ্বর যেমন মানুষের সৃষ্টিকর্তা, তিনি স্বর্গদূতদেরও সৃষ্টিকর্তা। এই স্বর্গীয় পটভূমিকায়, যদিও এই নামে স্বর্গদূতদের নির্দেশ করা হয়েছে, ঠিক কথা; কিন্তু বাইবেলের সর্বত্র এই নামে কেবল স্বর্গদূতদের নির্দেশ করা হয়নি (আদি ৬.৪)। কিন্তু কেবল স্বর্গদূতেরা নয়; সেখানে আমরা *"সেই বিপক্ষকেও"* দেখতে পাচ্ছি। এখানে শয়তানকে এমন এক অস্তিত্ব হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যে সর্বদা ঈশ্বরের কাজকে বাধা দেয় বা ঈশ্বরের বিপক্ষে কথা বলে। তাই, আমরা তাকে "**অভিযোগকারী স্বর্গদূত**" বা "**গোপন পুলিশ বাহিনীর কর্মকর্তা**" হিসাবে চিন্তা করতে পারি। "**বিপক্ষ**" হিসাবে, সে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায় যেন ঈশ্বরভক্তদের দোষ খুঁজে পেতে পারে। কেবল তাই নয়, সেই কাজে সে খুব আনন্দও পায়।

ঈশ্বর শয়তানকে সৃষ্টি করেননি। তিনি উত্তম স্বর্গদূত হিসাবে তাকে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারণ করে, পাপে পতিত হয়ে সেই স্বর্গদূত শয়তানে পরিণত হয়েছে। যিশাইয় ও যিহিষ্কেল ভাববাদী পুস্তকে, তারা কীভাবে পাপে পতিত হয়, তা বর্ণনা করা হয়েছে। গর্ব বা উচ্চাকাঙ্খাই তার এই পতনের মূল কারণ, যা তাকে ঈশ্বরের শত্রু তথা ঈশ্বরের রাজ্যে বিদ্রোহীতে রূপান্তরিত করেছে। এখানে, একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি যেতে বাধ্য, তা হল, শয়তান পাপে পতিত হলেও, এখনও সে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হতে পারে; ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে দূরীকৃত নয়।

৭ পদে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর শয়তানকে প্রশ্ন করেছেন, *"তুমি কোথা থেকে এলে।"* অবশ্যই, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর না-জানার কথা নয়। তথাপি তিনি এভাবেই কথা শুরু করলেন, যার দ্বারা তিনি এই কাহিনীর মূল চরিত্র ইয়োবের সঙ্গে আমাদের পরিচিত করে দিলেন। কারণ, এই কথার উত্তরে শয়তান যখন পৃথিবী পরিক্রমার কথা বলল, তখন ঈশ্বর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, *"আমার দাস ইয়োবের প্রতি কি তোমার মন পড়েছে?"* (৮ক)। হ্যাঁ, ঈশ্বর ইয়োবকে নিজের দাস হিসাবে বর্ণনা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (*রেভা. সুজয় রায়*), graceindia.net@gmail.com

করেছেন; ঘটনার পরবর্তী প্রবাহে আমরা দেখতে চলেছি, ইয়োব কেন ঈশ্বরের দাস? কারণ, **ঈশ্বর তাকে অনেক আশীর্বাদ করেছেন**, না-কি যেহেতু **ঈশ্বর প্রভু**? কেবল তাই নয়, ঈশ্বর ইয়োবের প্রশংসা করে বলেছেন, ***"তার মতো সিদ্ধ ও সরল, ঈশ্বরভয়শীল ও কুক্রিয়াত্যাগী লোক পৃথিবীতে নেই"***(৮খ)।

কিন্তু শয়তান মনে করে সমস্ত মানুষই কপট ও ব্যক্তিস্বার্থপ্রণোদিত *(cynic)*; তাই সে ঈশ্বরকে উত্তর দেয়, ***"ইয়োব কি বিনা লাভে ঈশ্বরকে ভয় করে?"*** (৯ পদ)। ১০ পদে ইয়োবের প্রতি ঈশ্বরের বিভিন্ন জাগতিক আশীর্বাদকে (তাকে ও তার পরিবারেকে রক্ষা করা, কৃতকার্য করা, পশুধন) উল্লেখ করে, শয়তান বলতে চেয়েছে যে, ঈশ্বর ইয়োবকে জাগতিক আশীর্বাদের লোভ দেখিয়ে তার কাছ থেকে ভয় বা ভালবাসা লাভ করছেন। অর্থাৎ, ইয়োব স্বেচ্ছায় বা নিঃস্বার্থে ঈশ্বরকে ভালোবাসে না। তাই, শয়তানের যুক্তি হল, ঈশ্বর যদি ইয়োবের কাছ থেকে সমস্ত আশীর্বাদ কেড়ে নেন, তাহলে ইয়োবের ঈশ্বরভক্তিও অদৃশ্য হয়ে যাবে (১১ পদ)।

শয়তান এভাবেই সেদিন ঈশ্বরকে পরিহাস করেছিল। শয়তানের এই কথাই আমাদের ইয়োবের কাহিনীর মূল চিন্তা ঃ ***"ইয়োব কি বিনা লাভে ঈশ্বরকে ভয় করে?"*** আজ আমরা নিজেদের প্রশ্ন করতে পারি, ***"আমরা কি কেবল কিছু পাবার লোভে আমাদের ধর্মীয় জীবন যাপন করি?"*** বা ***"আমরা যে সমস্ত উত্তম বিষয় আশা করি, কেবল তার জন্যই কি আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি?"***

মনঃস্তত্ত্ববিদরা দুই প্রকার ধর্মের কথা বলে থাকেন: বাহ্যিক *(extrinsic)* ও অন্তর্মুখী *(intrinsic)*। যখন কেউ তার ধর্মকে অন্য কোনও উদ্দেশ্য পূর্ণ করার কাজে ব্যবহার করে, তখন তাকে বাহ্যিক ধর্ম বলা হয়। তাদের কাছে ধর্ম কোন সমাজিক মর্যাদা লাভের বিষয় বা দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তির জন্য বাহ্যিক কিছু আচার-অনুষ্ঠান মাত্র। কিন্তু যখন কোনও ব্যক্তি ধর্মকে ব্যবহারের *(use)* পরিবর্তে, নিজের বিশ্বাস অনুসারে জীবন-যাপন *(live)* করে, তখন তাকে অন্তর্মুখী বলা হয়। অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে, ঈশ্বর-বিশ্বাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল স্বয়ং ঈশ্বর, অন্য কোনও বিষয় বা ব্যক্তি নয়। ইয়োব পুস্তকের এই কেন্দ্রীয় প্রশ্ন আজ আমাদেরও প্রত্যেকের জন্য, ***"আমরা কেন ঈশ্বরের সেবা/ আরাধনা করি?"***

শয়তান জানে, ইয়োব ঈশ্বরের সেবা করে কারণ ঈশ্বর তাকে জাগতিক আশীর্বাদে ধনবান করেছেন। শয়তান একে ঈশ্বর ও ইয়োবের মধ্যে এমন চুক্তি বলে মনে করে, যার দ্বারা উভয়ের স্বার্থই পূর্ণ হয়ে চলেছে। ইয়োব জাগতিক আশীর্বাদ পাচ্ছে; ঈশ্বর ইয়োবের সেবা পাচ্ছেন। কিন্তু, ইয়োবের জীবনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী, তা শয়তান দেখতে পায়নি। ইয়োব তার ঈশ্বর-বিশ্বাসকে নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করার উপায় হিসাবে দেখেনি। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতাই যে ইয়োবের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা শয়তান দেখতে ব্যর্থ হয়েছে। এই কাহিনীর শেষে এসে আমরা এই সত্যই দেখতে পাব; ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সহভাগিতাই ইয়োবকে সমস্ত দুর্দশা থেকে উদ্ধার করবে।

১২ পদে শয়তানের মিথ্যা-যুক্তির প্রেক্ষিতে ঈশ্বর উত্তর দিয়েছেন। তিনি ইয়োবের ক্ষতি করতে শয়তানকে অনুমতি দিয়েছেন। এখন এইভাবে, শয়তানের শক্তিকে স্বীকার করাকে, অনেকে ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। তারা এই পৃথিবীর মাটিতে আমাদের জীবনকে ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে সংঘর্ষ বলে, বা পবিত্র আত্মা ও মন্দ শক্তির মধ্যে যুদ্ধ বলে বর্ণনা করে থাকেন। যার দ্বারা তারা ঈশ্বর ও শয়তানকে এই যুদ্ধে সমান বিপক্ষ বলে চিন্তা করেন। একথা সত্য, অনেক সময়েই নিজেদের দায়িত্বকে অস্বীকার করে স্বর্গীয় স্থানে দ্বন্দ্বের কথা বলা সহজ। কিন্তু উত্তম ও মন্দের এই দ্বৈতবাদ *(dualism)* কখনও বাইবেলের শিক্ষা নয়। যদিও আমরা আত্মিক-যুদ্ধকে অস্বীকার করব না, কিন্তু আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, এই যুদ্ধ সমান প্রতিপক্ষের মধ্যে নয়। ঈশ্বরের সমতুল্য বিপক্ষ কেউ নেই। কারণ, ঈশ্বর সার্বভৌম। এমনকি, শয়তানও ঈশ্বরের ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কাজ করতে বাধ্য। তাই, সেদিন সার্বভৌম ঈশ্বর, শয়তানের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণকে প্রকাশ করে বলেছিলেন, ***"ইয়োবের সর্বস্বই তোমার হস্তগত; তুমি কেবল তার উপরে হাত উঠিও না"***(১২ পদ)।

শয়তান ঈশ্বরের সমকক্ষ নয়। আমরা দুটি সমান ও

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (*রেভা. সুজয় রায়*), graceindia.net@gmail.com

বিপরীত শক্তির (উত্তম ঈশ্বর ও মন্দ শয়তান) মধ্যে জীবন-যাপন করছি না। ঈশ্বর সমস্ত বিষয়ের উপরে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। সমস্ত শক্তিই তাঁর আদেশ অনুসারে কাজ করে, তাঁর অজ্ঞাতসারে কোনও কিছুই ঘটতে পারে না, তাঁর ইচ্ছা ও কথার বাইরে কেউ কিছুই করতে পারে না। ইয়োবের পুস্তক ঈশ্বরের এই মহত্বকেই তুলে ধরেছে। ভুল করেও যেন, আমরা কখনও ঈশ্বরকে এমন মানুষ **বলে চিন্তা না করি**, যিনি অনেক ক্ষমতার অধিকারী, যাঁর নাম ধরে আমরা ডাকতে পারি ও তাঁকে ব্যবহার করে আমরা আমাদের কাজ উদ্ধার করতে পারি। না, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম, তিনিই সমস্ত বিষয়ের উপর চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী, তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসারে সমস্ত বিষয় সাধন করে থাকেন।

ইয়োবের পুস্তক পাঠ করার পর, আমাদের এমন কথা মনে হতে পারে, ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে যুদ্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে ইয়োব চরম দুর্দশা ভোগ করে যাচ্ছে। কিন্তু যে যুদ্ধের কথা আমরা বলছি, সেই যুদ্ধ কি অদ্ভুৎ নয়? কারণ, এই যুদ্ধে একপক্ষ অন্যপক্ষের অনুমতি নিয়ে আক্রমণ করছে। এ কেমন যুদ্ধ? প্রকৃত অর্থে, এটা কোনও যুদ্ধ বা সংঘর্ষ নয়; এ হল একটা পরীক্ষা। এখানে ইয়োবের ঈশ্বর-বিশ্বাস মারাত্মক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। শয়তান এই পরীক্ষাকে বাস্তবায়িত করলেও , ঈশ্বর তা করতে তাকে অনুমতি দিয়েছেন।

এই অংশ থেকে আমরা শয়তানের চিন্তা ও কাজ সম্বন্ধেও কয়েকটি বিষয় দেখতে পাই-

(১) শয়তান সর্বদা আমাদের দোষ খুঁজে চলেছে। শয়তানের এই কাজকে পিতর এইভাবে বর্ণনা করেছে, *"তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল, গর্জনকারী সিংহের ন্যায়, কাকে গ্রাস করবে, তার অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে"*(১ পিতর ৫.৮)। ইফিষীয় ৪.২৬ পদে পৌল আবার বলেছে, *"ক্রুদ্ধ হলে পাপ কোরো না। সূর্য অস্ত যাবার আগে তোমাদের কোপাবেশ শান্ত হোক।"* শয়তানের গ্রাসে ধরা পড়ার একটা উদাহরণ হল ঃ আমরা যখন রেগে যাই এবং ক্ষমা করতে অস্বীকার করি, এবং সেই রাগকে জিইয়ে রাখি, তখন আমরা শয়তানকে আমাদের গ্রাস করার সুযোগ করে দিই।

(২) শয়তান আমাদের যে মিথ্যা শিক্ষা দেয়, তা হল, আত্মচেষ্টাই *(self-serving)* **হল জীবনের প্রাথমিক সূত্র।** শয়তান যেহেতু নিজের গর্ব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে পতিত হয়েছিল; সে তাই সবাইকে "**আপনি বাঁচলে বাপের নাম**" এই শিক্ষা দেয়। সে তার নিজের চিন্তায় সকলের বিচার করে।

(৩) শয়তানের কাজ ও ক্ষমতার সীমা ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শয়তানও ঈশ্বরের ক্ষমতার নীচে, সে ঈশ্বরের বিরোধিতা করলেও তার সীমা ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত। শয়তানের যদি অবাধ ক্ষমতা থাকত, তাহলে, পৃথিবীতে আমাদের জীবন কতখানি দুর্বিসহ হত, তা সহজেই অনুমেয়। ঈশ্বর তা হতে দেননি।

একথা যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন ইয়োবের প্রতি যে সমস্ত দুর্দশা ঘটেছিল, তার সঠিক ব্যাখ্যা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়। এখানে, ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে যুদ্ধে ইয়োব অসহায় বলি নয়। কিন্তু, এ হল ইয়োবের ঈশ্বর-বিশ্বাসের পরীক্ষা। কারণ, শয়তান মনে করে, ইয়োবের ঐশ্বর্যই ঈশ্বর-বিশ্বাসের মূল কারণ। কিন্তু একথা যে কতখানি মিথ্যা, তা আমরা এই পুস্তক অধ্যয়ণের দ্বারা উপলব্ধি করব। ইয়োব ঈশ্বরের সেবা করে, কারণ তিনি ঈশ্বর। **ঈশ্বর ইয়োবকে ঐশ্বর্য দেন বা কেড়ে নেন, তাতে কিছু আসে যায় না; কারণ, ইয়োবের ঈশ্বর-বিশ্বাস ছিল প্রকৃত বিশ্বাস।**

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (*রেভা. সুজয় রায়*), graceindia.net@gmail.com